ষষ্ঠ অধ্যায়

পূতনা বধ

ষষ্ঠ অধ্যায়ের কথাসার—বসুদেবের উপদেশ অনুসারে নন্দ মহারাজ যখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন তিনি পথে এক বিশাল রাক্ষসীর মৃতদেহ দর্শন করেন, এবং তার মৃত্যুর বিবরণ শ্রবণ করেন।

ব্রজরাজ নন্দ মহারাজ যখন বসুদেবের কাছে গোকুলে উপদ্রবের সম্ভাবনার কথা শ্রবণ করেন, তখন তিনি সেই বিষয়ে চিন্তা করতে থাকেন এবং ভীতচিত্তে শ্রীহরির শরণাগত হন। ইতিমধ্যে, কংস গোকুলে পূতনা নামে এক রাক্ষসীকে প্রেরণ করে, এবং সে ইতস্তত বিচরণ করে শিশুদের হত্যা করতে থাকে। অবশ্য, যেখানে কৃষ্ণভাবনামৃত নেই, সেখানে এই প্রকার রাক্ষসীদের ভয় থাকে, কিন্তু স্বয়ং ভগবান যেহেতু গোকুলে ছিলেন, তাই পূতনা তার নিজের মৃত্যু ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করতে পারেনি।

একদিন পূতনা আকাশপথে গোকুলে নন্দ মহারাজের গৃহে আসে এবং তার মায়াশক্তির প্রভাবে সে এক অত্যন্ত সুন্দরী রমণীর রূপ ধারণ করে। সে নির্ভয়ে, কারও অনুমতি না নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের শয়নকক্ষে প্রবেশ করে। ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে কেউ তাকে বাধা দেয়নি। ভস্ম আচ্ছাদিত বহ্নির মতো শিশুকৃষ্ণ পূতনাকে দেখেছিলেন এবং মনে মনে বিচার করেছিলেন যে, তাঁকে এই সুন্দরী রমণীর রূপ ধারণকারী রাক্ষসীটিকে বধ করতে হবে। যোগমায়া এবং ভগবানের প্রভাবে মোহিত হয়ে পূতনা কৃষ্ণকে তার কোলে তুলে নিয়েছিল এবং মা যশোদা ও রোহিণী দুজনের কেউই তাকে বাধা দেননি। পূতনা রাক্ষসী তখন কৃষ্ণকে তার বিষলিপ্ত স্তন পান করতে দেয়। কৃষ্ণ তখন প্রবলভাবে তার স্তন নিপীড়ন করে তার প্রাণসহ তা পান করতে শুরু করেন। পূতনা তখন অসহ্য বেদনায় তার নিজ রূপ ধারণ করে ভূতলে পতিত হয়। তখন কৃষ্ণ একটি ছোট্ট শিশুরূপে তার বক্ষস্থলে খেলা করতে শুরু করেন। কৃষ্ণকে ক্রীড়ারত দেখে গোপীরা আশ্বস্ত হয়ে তাঁকে তাঁদের কোলে তুলে নেন। এই ঘটনার পর গোপীরা রাক্ষসীর আক্রমণ থেকে কৃষ্ণের রক্ষার ব্যবস্থা করেন। মা যশোদা তাঁর পুত্রকে স্তন্যপান করিয়ে শয্যায় শয়ন করান।

ইতিমধ্যে নন্দ মহারাজ এবং তাঁর সঙ্গী গোপেরা মথুরা থেকে ব্রজে ফিরে এসে যখন পূতনার বিশাল শরীর দর্শন করেন, তখন তাঁরা বিস্ময়াভিভূত হন। বসুদেব যে এই দুর্ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, সেই কথা স্মরণ করে সকলেই অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে, বসুদেবের ভবিষ্যৎ-দর্শনের ক্ষমতার প্রশংসা করতে থাকেন। ব্রজবাসীরা পূতনার বিশাল মৃতদেহটি খণ্ড খণ্ড করে কেটে দাহ করতে লাগলেন। কৃষ্ণ যেহেতু তার স্তন পান করেছিল, তাই পূতনা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছিল এবং তাই গোপেরা যখন তার দেহ দহন করছিল, তখন সেই ধূম অত্যন্ত পবিত্র গন্ধময় হয়েছিল। পূতনা যদিও কৃষ্ণকে হত্যা করতে চেয়েছিল, তবুও সে ভগবানের ধাম প্রাপ্ত হয়েছিল। এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, যেভাবেই হোক না কেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত হলে, এমন কি বৈরীভাবাপন্ন হয়েও চরম সিদ্ধি লাভ হয়। অতএব যে ভক্তরা স্বাভাবিকভাবে শ্রদ্ধা ও প্রেম সহকারে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত, তাদের কথা কি আর বলার আছে? ব্রজবাসীরা যখন পূতনা বধের কথা শ্রবণ করেছিলেন এবং শিশুর কুশল সংবাদ শ্রবণ করেছিলেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। নন্দ মহারাজ শিশু কৃষ্ণকে তাঁর কোলে নিয়ে পরম আনন্দ লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

নন্দঃ পথি বচঃ শৌরের্ন মৃষেতি বিচিন্তয়ন্ ।
হরিং জগাম শরণমুৎপাতাগমশঙ্কিতঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **নন্দঃ**—নন্দ মহারাজ; **পথি**—গৃহে প্রত্যাবর্তনের পথে; **বচঃ**—বাক্য; **শৌরেঃ**—বসুদেবের; **ন**—না; **মৃষা**—উদ্দেশ্য এবং কারণবিহীন; **ইতি**—এই প্রকার; **বিচিন্তয়ন্**—তাঁর শিশুপুত্র কৃষ্ণের অমঙ্গলের কথা চিন্তা করে; **হরিম্**—ভগবান শ্রীহরির; **জগাম**—গ্রহণ করেছিলেন; **শরণম্**—শরণ; **উৎপাত**—উপদ্রবের; **আগম**—আশায়; **শঙ্কিতঃ**—ভীত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্! নন্দ মহারাজ যখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন তাঁর মনে হয়েছিল যে, বসুদেব যা বলেছেন তা মিথ্যা হতে পারে না। গোকুলে নিশ্চয়ই কোন উৎপাতের ভয় রয়েছে। নন্দ মহারাজ যখন

তাঁর সুন্দর পুত্র শ্রীকৃষ্ণের বিপদের কথা চিন্তা করছিলেন, তখন তাঁর ভীষণ ভয় হয়েছিল এবং তিনি ভগবান শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শুদ্ধ ভক্ত যখনই কোন বিপদে পড়েন, তিনি ভগবানের সুরক্ষা এবং আশ্রয়ের কথা চিন্তা করেন। *ভগবদ্গীতাতেও* (৯/৩৩) সেই উপদেশ দেওয়া হয়েছে—*অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্*। এই জড় জগতে প্রতি পদে বিপদ (*পদং পদং যদ্ বিপদাম্*)। অতএব ভক্তের পক্ষে প্রতি পদে ভগবানের শরণাগত হওয়া ব্যতীত অন্য আর কোন উপায় নেই।

শ্লোক ২

কংসেন প্রহিতা ঘোরা পূতনা বালঘাতিনী ।
শিশূংশ্চচার নিঘ্নন্তী পুরগ্রামব্রজাদিষু ॥ ২ ॥

কংসেন—রাজা কংসের দ্বারা; **প্রহিতা**—পূর্বে নিযুক্তা; **ঘোরা**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **পূতনা**—পূতনা নামক; **বাল-ঘাতিনী**—শিশুঘাতী রাক্ষসী; **শিশূন্**—শিশুদের; **চচার**—ভ্রমণ করছিল; **নিঘ্নন্তী**—হত্যা করে; **পুর-গ্রাম-ব্রজ-আদিষু**—নগর, গ্রাম, গোষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে।

অনুবাদ

নন্দ মহারাজ যখন গোকুলে ফিরে আসছিলেন, তখন ভীষণ স্বভাবা বালঘাতিনী পূতনা নাম্নী রাক্ষসী পূর্বেই কংস কর্তৃক নিযুক্তা হয়ে নগর, গ্রাম, গোষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে শিশুহত্যা করে ভ্রমণ করছিল।

শ্লোক ৩

ন যত্র শ্রবণাদীনি রক্ষোঘ্নানি স্বকর্মসু ।
কুর্বন্তি সাত্বতাং ভর্তুর্যাতুধান্যশ্চ তত্র হি ॥ ৩ ॥

ন—না; **যত্র**—যেখানে; **শ্রবণ-আদীনি**—শ্রবণ কীর্তন আদি ভক্তিযোগের কার্য; **রক্ষঃ-ঘ্নানি**—যে শব্দতরঙ্গ সমস্ত বিপদ এবং অশুভ বিনাশ করে; **স্ব-কর্মসু**—কেউ যদি

তাঁর স্বকর্মে যুক্ত থাকে; **কুর্বন্তি**—এই প্রকার কার্য করা হয়; **সাত্বতাম্ ভর্তুঃ**—ভক্তদের রক্ষক; **যাতুধান্যঃ**—উৎপাতকারী অসৎ ব্যক্তি; **চ**—ও; **তত্র হি**—সেই স্থানে।

অনুবাদ

হে রাজন্! যে স্থানে মানুষেরা শ্রবণ, কীর্তন আদি (শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ) ভগবদ্ভক্তির অঙ্গ অনুষ্ঠান করেন, সেখানে রাক্ষস ইত্যাদির ভয় থাকে না। তাই গোকুলে, যেখানে ভগবান স্বয়ং বিরাজমান ছিলেন, সেখানে ভয়ের কোন সম্ভাবনা ছিল না।

তাৎপর্য

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজের দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য এই কথাটি বলেছেন। পরীক্ষিৎ মহারাজ ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত, এবং তাই তিনি যখন জানতে পেরেছিলেন যে, পূতনা গোকুলে উৎপাতের সৃষ্টি করেছিল, তখন তিনি একটু বিচলিত হয়েছিলেন। শুকদেব গোস্বামী তাই তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, গোকুলে কোন ভয়ের আশঙ্কা ছিল না। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গেয়েছেন—*নামাশ্রয় করি' যতনে তুমি, থাকহ আপন কাজে।* এইভাবে সকলকে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমে নামের আশ্রয় গ্রহণ করে, নিজের কর্তব্য কর্মে যুক্ত থাকার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তাতে কোন ক্ষতি নেই, এবং তার ফলে যে লাভ হয় তা অকল্পনীয়। জড়-জাগতিক দৃষ্টিতেও, সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা লাভের জন্য হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা উচিত। এই জগৎ বিপদে পূর্ণ (*পদং পদং যদ্ বিপদাম্*)। তাই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে সকলকে অনুপ্রাণিত করা উচিত, যাতে পরিবার-পরিজন, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি সব কিছুই সমস্ত বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে নিরাপদ হতে পারে।

শ্লোক ৪

সা খেচর্যেকদোৎপত্য পূতনা নন্দগোকুলম্ ।
যোষিত্বা মায়য়াত্মানং প্রাবিশৎ কামচারিণী ॥ ৪ ॥

সা—সে (পূতনা); **খে-চরী**—আকাশমার্গে বিচরণকারিণী; **একদা**—একসময়; **উৎপত্য**—আকাশমার্গে গমন করছিল; **পূতনা**—পূতনা রাক্ষসী; **নন্দ-গোকুলম্**—

নন্দ মহারাজের স্থান গোকুলে; যোষিত্বা—এক অতি সুন্দরী রমণীর রূপ ধারণ করে; **মায়য়া**—মায়াশক্তি দ্বারা; **আত্মানম্**—স্বয়ং; **প্রাবিশৎ**—প্রবেশ করেছিল; **কাম-চারিণী**—যে তার ইচ্ছা অনুসারে বিচরণ করতে পারে।

অনুবাদ

একসময় স্বেচ্ছাবিহারিণী পূতনা রাক্ষসী তার মায়াশক্তির বলে এক সুন্দরী নারীর রূপ ধারণ করে, আকাশমার্গে বিচরণ করতে করতে নন্দ মহারাজের আলয় গোকুলে প্রবেশ করেছিল।

তাৎপর্য

রাক্ষসীরা মায়াশক্তির বলে যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই আকাশে বিচরণ করতে পারে। ভারতবর্ষে কোন কোন স্থানে এখনও এই প্রকার মায়াবী ডাকিনী রয়েছে, যারা লাঠির উপরে বসে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এক স্থান থেকে আর এক স্থানে উড়ে যেতে পারে। সেই বিদ্যা পূতনার জানা ছিল। এক অতি সুন্দরী রমণীর রূপ ধারণ করে, সে নন্দ মহারাজের আলয় গোকুলে প্রবেশ করেছিল।

শ্লোক ৫-৬

তাং কেশবন্ধব্যতিষক্তমল্লিকাং
বৃহন্নিতম্বস্তনকৃচ্ছ্রমধ্যমাম্ ।
সুবাসসং কল্পিতকর্ণভূষণ-
ত্বিষোল্লসৎকুন্তলমণ্ডিতাননাম্ ॥ ৫ ॥
বল্গুস্মিতাপাঙ্গবিসর্গবীক্ষিতৈ-
র্মনো হরন্তীং বনিতাং ব্রজৌকসাম্ ।
অমংসতাম্ভোজকরেণ রূপিণীং
গোপ্যঃ শ্রিয়ং দ্রষ্টুমিবাগতাং পতিম্ ॥ ৬ ॥

তাম্—তার; **কেশ-বন্ধ-ব্যতিষক্ত-মল্লিকাম্**—যার কেশবন্ধনে মল্লিকা ফুলের মালা গ্রথিত ছিল; **বৃহৎ**—বৃহৎ; **নিতম্ব-স্তন**—নিতম্ব এবং স্তনযুগল; **কৃচ্ছ্র-মধ্যমাম্**—যার ক্ষীণ কটিদেশ ভারাক্রান্ত হয়েছিল; **সু-বাসসম্**—সুন্দরভাবে রঞ্জিত অথবা আকর্ষণীয়

বসন পরিহিত; **কল্পিত-কর্ণ-ভূষণ**—কর্ণকুণ্ডলের; **ত্বিষা**—দীপ্তির দ্বারা; **উল্লসৎ**—অত্যন্ত আকর্ষণীয়; **কুন্তল-মণ্ডিত-আননাম্**—যার সুন্দর মুখমণ্ডল কালো কেশের দ্বারা সুশোভিত হয়েছিল; **বল্গু-স্মিত-অপাঙ্গ-বিসর্গ-বীক্ষিতৈঃ**—সে তার মনোহর হাস্যযুক্ত কটাক্ষের দ্বারা; **মনঃ হরন্তীম্**—সকলের মন হরণ করেছিল; **ব্রজ-ওকসাম্**—ব্রজবাসীদের; **অমংসত**—মনে করেছিল; **অম্ভোজ**—পদ্মফুল ধারণ করে; **করেণ**—তার হাতের দ্বারা; **রূপিণীম্**—অত্যন্ত সুন্দরী; **গোপ্যঃ**—গোকুল নিবাসী গোপীগণ; **শ্রিয়ম্**—লক্ষ্মীদেবী; **দ্রষ্টুম্**—দর্শন করার জন্য; **ইব**—যেন; **আগতাম্**—এসেছেন; **পতিম্**—তাঁর পতিকে।

অনুবাদ

তার বৃহৎ নিতম্ব এবং স্তনযুগলের ভারে তার ক্ষীণ কটিদেশ যেন ভারাক্রান্ত হয়েছিল এবং সে অত্যন্ত সুন্দর বসনে সজ্জিতা ছিল। তার কেশবন্ধন মল্লিকা ফুলের মালার দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল, এবং তার কর্ণকুণ্ডলের দীপ্তিতে উল্লসিত তার মুখমণ্ডল কেশরাশির দ্বারা সুশোভিত হয়েছিল। সে মনোহর হাস্য সহকারে কটাক্ষ নিক্ষেপের দ্বারা সমস্ত ব্রজবাসীদের, বিশেষ করে পুরুষদের মন হরণ করেছিল। গোপীরা তাকে দেখে মনে করেছিল, যেন মূর্তিমতী লক্ষ্মীদেবী পদ্ম হাতে তাঁর পতি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে এসেছেন।

শ্লোক ৭

বালগ্রহস্তত্র বিচিন্বতী শিশূন্
যদৃচ্ছয়া নন্দগৃহেঽসদন্তকম্ ।
বালং প্রতিচ্ছন্ননিজোরুতেজসং
দদর্শ তল্পেঽগ্নিমিবাহিতং ভসি ॥ ৭ ॥

বাল-গ্রহঃ—শিশু-হত্যাকারী রাক্ষসী; **তত্র**—সেখানে দাঁড়িয়ে; **বিচিন্বতী**—চিন্তা করে, অন্বেষণ করে; **শিশূন্**—শিশু; **যদৃচ্ছয়া**—স্বাধীনভাবে; **নন্দ-গৃহে**—নন্দ মহারাজের গৃহে; **অসৎ-অন্তকম্**—সমস্ত অসুরদের সংহার করতে সমর্থ; **বালম্**—শিশু; **প্রতিচ্ছন্ন**—আচ্ছাদিত; **নিজ-উরু-তেজসম্**—যাঁর অসীম শক্তি; **দদর্শ**—সে দেখেছিল; **তল্পে**—শয্যায় (শায়িত); **অগ্নিম্**—অগ্নি; **ইব**—সদৃশ; **আহিতম্**—আচ্ছাদিত; **ভসি**—ভস্মের অভ্যন্তরে।

অনুবাদ

বালঘাতিনী পূতনা শিশু অন্বেষণ করতে করতে ভগবানের লীলাশক্তির দ্বারা প্রেরিত হয়ে, বিনা বাধায় নন্দ মহারাজের গৃহে প্রবেশ করেছিল। কারও অনুমতি না নিয়ে সে নন্দ মহারাজের গৃহে প্রবেশ করে শয্যায় শায়িত, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মতো অনন্ত শক্তি সমন্বিত শিশুকৃষ্ণকে দর্শন করেছিল। সে বুঝতে পেরেছিল যে, সেই শিশুটি কোন সাধারণ শিশু ছিল না, সে ছিল সমস্ত অসুরদের সংহারক।

তাৎপর্য

অসুরেরা সর্বদাই উৎপাত সৃষ্টি করে এবং সংহারকার্যে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু নন্দ মহারাজের গৃহে শয্যায় যে শিশুটি শায়িত ছিল, সে ছিল সমস্ত অসুরদের সংহারক।

শ্লোক ৮

বিবুধ্য তাং বালকমারিকাগ্রহং
চরাচরাত্মা স নিমীলিতেক্ষণঃ ।
অনন্তমারোপয়দঙ্কমন্তকং
যথোরগং সুপ্তমবুদ্ধিরজ্জুধীঃ ॥ ৮ ॥

বিবুধ্য—বুঝতে পেরে; **তাম্**—তাকে (পূতনাকে); **বালক-মারিকা-গ্রহম্**—বালঘাতিনী রাক্ষসী; **চর-অচর-আত্মা**—সর্বব্যাপ্ত পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ; **সঃ**—তিনি; **নিমীলিত-ঈক্ষণঃ**—তাঁর চক্ষু মুদ্রিত করেছিলেন; **অনন্তম্**—অসীম; **আরোপয়ৎ**—সে স্থাপন করেছিল; **অঙ্কম্**—তার কোলে; **অন্তকম্**—তার নিজের বিনাশের জন্য; **যথা**—যেমন; **উরগম্**—সর্প; **সুপ্তম্**—নিদ্রিত; **অবুদ্ধিঃ**—মূর্খ ব্যক্তি; **রজ্জুধীঃ**—যে সর্পকে রজ্জু বলে মনে করে।

অনুবাদ

শয্যায় শায়িত, সর্বান্তর্যামী পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে পেরেছিলেন যে, বালঘাতিনী পূতনা তাঁকে হত্যা করতে এসেছে। তাই যেন ভয়ভীত হয়ে তিনি তাঁর চক্ষু

মুদ্রিত করেছিলেন। পূতনা তখন তার অন্তকস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে তার কোলে ধারণ করেছিল, ঠিক যেমন মূর্খ ব্যক্তি নিদ্রিত সর্পকে রজ্জু বলে মনে করে তাকে তার কোলে ধারণ করে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে দুটি জটিলতা রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখেছিলেন যে, পূতনা তাঁকে হত্যা করতে এসেছে, তখন তিনি মনে করেছিলেন যে, এই রমণীটি যেহেতু কৃত্রিম হলেও তাঁর প্রতি মাতৃবৎ স্নেহ প্রদর্শনের জন্য তাঁর কাছে এসেছে, তাই তাকে বর দেওয়া উচিত। তাই তিনি একটু বিচলিত হয়ে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিলেন এবং তারপর তাঁর চক্ষু মুদ্রিত করেছিলেন। পূতনা রাক্ষসীও বিচলিত হয়েছিল। মূর্খতাবশত সে জানতে পারেনি যে, সে একটি নিদ্রিত সর্পকে রজ্জু বলে মনে করে তার ক্রোড়ে স্থাপন করেছিল। এখানে অন্তকম্ এবং অনন্তম্ শব্দ দুটি পরস্পর বিরোধী। বুদ্ধিমান না হওয়ার ফলে পূতনা মনে করেছিল যে, সে তার অন্তকম্ অর্থাৎ, সমস্ত সংহারের মূলকে হত্যা করতে পারে। কিন্তু যেহেতু তিনি অনন্ত, তাই কেউ তাঁকে হত্যা করতে পারে না।

শ্লোক ৯

তাং তীক্ষ্ণচিত্তামতিবামচেষ্টিতাং
বীক্ষ্যান্তরা কোষপরিচ্ছদাসিবৎ ।
বরস্ত্রিয়ং তৎপ্রভয়া চ ধর্ষিতে
নিরীক্ষ্যমাণে জননী হ্যতিষ্ঠতাম্ ॥ ৯ ॥

তাম্—সেই (পূতনা রাক্ষসী); **তীক্ষ্ণ-চিত্তাম্**—শিশু-হত্যাকারী অতি তীক্ষ্ণ হৃদয়; **অতি-বাম-চেষ্টিতাম্**—যদিও সে শিশুদের মায়ের থেকেও অধিক বাৎসল্য ভাব যুক্ত ছিল; **বীক্ষ্য অন্তরা**—গৃহের মধ্যে তাকে দর্শন করে; **কোষ-পরিচ্ছদ-অসিবৎ**—কোমল কোষমধ্যস্থ তীক্ষ্ণধার তরবারির মতো; **বর-স্ত্রিয়ম্**—অত্যন্ত সুন্দরী রমণী; **তৎ-প্রভয়া**—তার প্রভাবের দ্বারা; **চ**—ও; **ধর্ষিতে**—অভিভূত হয়ে; **নিরীক্ষ্যমাণে**—দর্শন করছিলেন; **জননী**—জননীদ্বয়; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অতিষ্ঠতাম্**—তাকে বাধা না দিয়ে তাঁরা নীরবে সেখানে অবস্থান করেছিলেন।

অনুবাদ

পূতনা রাক্ষসীর হৃদয় ছিল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং নিষ্ঠুর, কিন্তু তাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন একজন অতিশয় স্নেহসিক্তা মাতার মতো। তাই সে ছিল ঠিক একটি কোমল কোষমধ্যস্থ তীক্ষ্ণধার তরবারির মতো। তাকে গৃহের মধ্যে দর্শন করেও মা যশোদা এবং রোহিণী তার সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে, তাকে বাধা না দিয়ে নীরবে সেখানে অবস্থান করছিলেন, কারণ সে শিশুটির প্রতি মাতৃবৎ স্নেহ প্রদর্শন করেছিল।

তাৎপর্য

যদিও পূতনা ছিল একজন বহিরাগতা রমণী এবং শিশুদের হত্যা করতে বদ্ধপরিকর হওয়ার ফলে মূর্তিমতী মৃত্যুসদৃশা, তবুও সে যখন শিশুকৃষ্ণকে তার কোলে নিয়ে তাঁকে স্তন্যদান করেছিল, তখন কৃষ্ণের মায়েরা তার সৌন্দর্যে এতই মুগ্ধা হয়েছিলেন যে, তাকে তাঁরা বাধা দেননি। সুন্দরী রমণী কখনও কখনও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, কারণ তার বাহ্য সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে (*মায়ামোহিত*), কেউই বুঝতে পারে না যে, তার মনে কি রয়েছে। যারা বহিরঙ্গা শক্তির সৌন্দর্যে মুগ্ধ, তাদের বলা হয় *মায়ামোহিত*। *মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্* (*ভগবদ্গীতা* ৭/১৩)। *ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৫/৩১)। এখানে অবশ্য মাতৃদ্বয় রোহিণী এবং যশোদা মায়ামোহিত ছিলেন না, কিন্তু ভগবানের লীলা-বিলাসের জন্য তাঁরা যোগমায়ার দ্বারা মোহিত হয়েছিলেন। এই মায়ামোহকে বলা হয় যোগমায়ার কার্য।

শ্লোক ১০

তস্মিন্ স্তনং দুর্জরবীর্যমুল্বণং
ঘোরাঙ্কমাদায় শিশোর্দদাবথ ।
গাঢ়ং করাভ্যাং ভগবান্ প্রপীড্য তৎ-
প্রাণৈঃ সমং রোষসমন্বিতোঽপিবৎ ॥ ১০ ॥

তস্মিন্—সেই স্থানে; **স্তনম্**—স্তন; **দুর্জর-বীর্যম্**—বিষলিপ্ত একটি অত্যন্ত শক্তিশালী অস্ত্র; **উল্বণম্**—ভয়ঙ্কর; **ঘোরা**—অত্যন্ত ভয়ানক পূতনা; **অঙ্কম্**—তার কোলে; **আদায়**—গ্রহণ করে; **শিশোঃ**—শিশুটির মুখে; **দদৌ**—প্রদান করেছিল; **অথ**—তখন; **গাঢ়ম্**—তীব্র; **করাভ্যাম্**—দুই হস্তের দ্বারা; **ভগবান্**—ভগবান; **প্রপীড্য**—পীড়ন

করে; **তৎ-প্রাণৈঃ**—তার প্রাণ; **সমম্**—সহ; **রোষ-সমন্বিতঃ**—তার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; **অপিবৎ**—স্তন্যপান করেছিলেন।

অনুবাদ

সেই ভয়ঙ্করী রাক্ষসী সেই স্থানেই শ্রীকৃষ্ণকে কোলে গ্রহণ করে তাঁর মুখে তার স্তন প্রদান করেছিল। তার সেই স্তনাগ্র অত্যন্ত তীব্র বিষে লিপ্ত ছিল, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর দুই হস্তের দ্বারা প্রবলভাবে তার স্তন নিপীড়ন করেছিলেন এবং তার প্রাণ সহ সেই বিষ পান করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর নিজের জন্য পূতনার প্রতি ক্রুদ্ধ হননি। ব্রজভূমিতে বহু শিশু হত্যা করেছিল বলে তিনি তার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। তাই তিনি স্থির করেছিলেন যে, তার প্রাণ সংহার করে তিনি তাকে দণ্ডদান করবেন।

শ্লোক ১১

সা মুঞ্চ মুঞ্চালমিতি প্রভাষিণী
নিষ্পীড্যমানাখিলজীবমর্মণি ।
বিবৃত্য নেত্রে চরণৌ ভুজৌ মুহুঃ
প্রস্বিন্নগাত্রা ক্ষিপতী রুরোদ হ ॥ ১১ ॥

সা—সে (পূতনা রাক্ষসী); **মুঞ্চ**—ছেড়ে দাও; **মুঞ্চ**—ছেড়ে দাও; **অলম্**—আর আমার স্তন্যপান করো না; **ইতি**—এইভাবে; **প্রভাষিণী**—চিৎকার করতে করতে; **নিষ্পীড্যমানা**—কঠোরভাবে নিপীড়িত হয়ে; **অখিল-জীব-মর্মণি**—তার জীবনের সমস্ত মর্মস্থানে; **বিবৃত্য**—বিস্ফারিত; **নেত্রে**—তার চক্ষুদ্বয়; **চরণৌ**—পদদ্বয়; **ভুজৌ**—হস্তদ্বয়; **মুহুঃ**—বার বার; **প্রস্বিন্ন-গাত্রা**—ঘর্মাক্ত দেহে; **ক্ষিপতী**—নিক্ষেপ করতে করতে; **রুরোদ**—রোদন করতে করতে; **হ**—বস্তুতপক্ষে।

অনুবাদ

জীবনের সমস্ত মর্মস্থানে অসহ্যভাবে পীড়িতা হয়ে, পূতনা "আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও! আর আমার স্তন্যপান করো না!" এই বলে চিৎকার করতে

করতে ঘর্মাক্ত দেহে নেত্রযুগল বিস্ফারিত করে এবং চরণ ও বাহুদ্বয় বার বার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করতে করতে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করতে লাগল।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ সেই রাক্ষসীকে কঠোরভাবে দণ্ডদান করেছিলেন। সে তার হাত এবং পা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করছিল, এবং তার দুষ্কর্মের ফলস্বরূপ তাকে দণ্ডদান করার জন্য শ্রীকৃষ্ণও তাঁর পা দিয়ে তাকে আঘাত করছিলেন।

শ্লোক ১২

তস্যাঃ স্বনেনাতিগভীররংহসা
সাদ্রির্মহী দ্যৌশ্চ চচাল সগ্রহা ।
রসা দিশশ্চ প্রতিনেদিরে জনাঃ
পেতুঃ ক্ষিতৌ বজ্রনিপাতশঙ্কয়া ॥ ১২ ॥

তস্যাঃ—পূতনা রাক্ষসীর; **স্বনেন**—শব্দের দ্বারা; **অতি**—অত্যন্ত; **গভীর**—গভীর; **রংহসা**—তীব্র বেগযুক্ত; **স-অদ্রিঃ**—পর্বত সহ; **মহী**—পৃথিবী; **দ্যৌঃ চ**—এবং আকাশ; **চচাল**—কম্পিত হয়েছিল; **স-গ্রহা**—গ্রহ-নক্ষত্র সহ; **রসা**—পাতাললোক; **দিশঃ চ**—এবং সমস্ত দিক; **প্রতিনেদিরে**—প্রতিধ্বনিত হয়েছিল; **জনাঃ**—মানুষেরা; **পেতুঃ**—পতিত হয়েছিল; **ক্ষিতৌ**—ভূপৃষ্ঠে; **বজ্র-নিপাত-শঙ্কয়া**—বজ্রপাত হচ্ছে বলে মনে করে।

অনুবাদ

পূতনার অতি গভীর আর্তনাদে পর্বত সহ পৃথিবী এবং গ্রহগণ সহ আকাশ কম্পিত হয়েছিল। পাতাললোক ও দিক্‌সকল প্রতিধ্বনিত হয়েছিল এবং মানুষেরা বজ্রপাত হচ্ছে বলে মনে করে ভয়ে ভূপতিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, এই শ্লোকে *রসা* শব্দে রসাতল, অতল, বিতল, সুতল, তলাতল আদি নিম্নতর লোকসমূহ বোঝানো হয়েছে।

শ্লোক ১৩

নিশাচরীত্থং ব্যথিতস্তনা ব্যসু-
র্ব্যাদায় কেশাংশ্চরণৌ ভুজাবপি ।
প্রসার্য গোষ্ঠে নিজরূপমাস্থিতা
বজ্রাহতো বৃত্র ইবাপতন্নৃপ ॥ ১৩ ॥

নিশাচরী—রাক্ষসী; **ইত্থম্**—এইভাবে; **ব্যথিত-স্তনা**—স্তন নিপীড়নের ফলে অসহ্য বেদনা অনুভব করে; **ব্যসুঃ**—তার প্রাণ হারিয়েছিল; **ব্যাদায়**—তার মুখ ব্যাদান করে; **কেশাম্**—কেশগুচ্ছ; **চরণৌ**—তার দুটি পা; **ভুজৌ**—তার হস্তদ্বয়; **অপি**—ও; **প্রসার্য**—প্রসারণ করে; **গোষ্ঠে**—গোচারণ ভূমিতে; **নিজ-রূপম্ আস্থিতা**—তার প্রকৃত রাক্ষসীরূপ গ্রহণ করে; **বজ্র-আহতঃ**—ইন্দ্রের বজ্রের আঘাতে নিহত; **বৃত্রঃ**—বৃত্রাসুর;, **ইব**—সদৃশ; **অপতৎ**—পতিত হয়েছিল; **নৃপ**—হে রাজন্।

অনুবাদ

এইভাবে কৃষ্ণ কর্তৃক স্তনভাগে আক্রান্তা হয়ে পূতনা অসহ্য বেদনায় তার প্রাণত্যাগ করেছিল। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! সে তার মুখ ব্যাদান এবং কেশরাশি ও হাত-পা প্রসারণপূর্বক তার রাক্ষসীরূপ গ্রহণ করে, ইন্দ্রের বজ্রের আঘাতে নিহত বৃত্রাসুরের মতো প্রাণ হারিয়ে গোষ্ঠে পতিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

পূতনা ছিল এক মহারাক্ষসী, যে যোগশক্তির প্রভাবে তার প্রকৃত রূপ গোপন করার বিদ্যা জানত। কিন্তু যখন সে নিহত হয়েছিল, তখন আর সে যোগশক্তির দ্বারা তার প্রকৃত রূপ গোপন করতে পারেনি। তখন তার প্রকৃত রূপ প্রকাশ পেয়েছিল।

শ্লোক ১৪

পতমানোঽপি তদ্দেহস্ত্রিগব্যূত্যন্তরদ্রুমান্ ।
চূর্ণয়ামাস রাজেন্দ্র মহদাসীত্তদদ্ভুতম্ ॥ ১৪ ॥

পতমানঃ অপি—পতিত হওয়ার সময়েও; **তৎ-দেহঃ**—তার বিশাল দেহ; **ত্রি-গব্যূতি-অন্তর**—বারো মাইল পরিমিত স্থানে; **দ্রুমান্**—সমস্ত বৃক্ষ; **চূর্ণয়াম্ আস**—বিচূর্ণ

হয়েছিল; **রাজেন্দ্র**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **মহৎ আসীৎ**—অত্যন্ত বিশাল ছিল; **তৎ**—সেই শরীর; **অদ্ভুতম্**—এবং অত্যন্ত আশ্চর্যজনক।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, পূতনার বিশাল শরীর যখন ভূপতিত হয়েছিল, তখন বারো মাইল পরিমিত স্থানের সমস্ত বৃক্ষ বিচূর্ণ হয়েছিল। তার সেই বিশাল শরীর অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ছিল।

তাৎপর্য

কৃষ্ণের স্তন্যপানের ফলে প্রচণ্ড বেদনায় পূতনা যখন প্রাণত্যাগ করছিল, তখন সে কেবল নন্দ মহারাজের গৃহই ত্যাগ করেনি, সে গ্রামও ত্যাগ করেছিল এবং তার বিশাল শরীর গোচারণ ভূমিতে পতিত হয়েছিল।

শ্লোক ১৫-১৭

ঈষামাত্রোগ্রদংষ্ট্রাস্যং গিরিকন্দরনাসিকম্ ।
গণ্ডশৈলস্তনং রৌদ্রং প্রকীর্ণারুণমূর্ধজম্ ॥ ১৫ ॥
অন্ধকূপগভীরাক্ষং পুলিনারোহভীষণম্ ।
বদ্ধসেতুভুজোর্বঙ্ঘ্রি শূন্যতোয়হ্রদোদরম্ ॥ ১৬ ॥
সন্তত্রসুঃ স্ম তদ্ বীক্ষ্য গোপা গোপ্যঃ কলেবরম্ ।
পূর্বং তু তন্নিঃস্বনিতভিন্নহৃৎকর্ণমস্তকাঃ ॥ ১৭ ॥

ঈষা-মাত্র—লাঙ্গলের অগ্রভাগের মতো; **উগ্র**—ভয়ঙ্কর; **দংষ্ট্র**—দন্ত; **আস্যম্**—মুখ; **গিরি-কন্দর**—পর্বতের গুহার মতো; **নাসিকম্**—নাসিকা; **গণ্ড-শৈল**—বিশাল প্রস্তরখণ্ডের মতো; **স্তনম্**—স্তন; **রৌদ্রম্**—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; **প্রকীর্ণ**—বিক্ষিপ্ত; **অরুণ-মূর্ধজম্**—তাম্রবর্ণ কেশ; **অন্ধকূপ**—অন্ধকূপের মতো; **গভীর**—গভীর; **অক্ষম্**—অক্ষিকোটর; **পুলিন-আরোহ-ভীষণম্**—তার উরুযুগল নদীর তটের মতো ভীষণ; **বদ্ধ-সেতু-ভুজ-উরু-অঙ্ঘ্রি**—বাহু, উরু ও পদযুগল অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে নির্মিত সেতুর মতো; **শূন্য-তোয়-হ্রদ-উদরম্**—উদর জলশূন্য হ্রদের মতো; **সন্তত্রসুঃ স্ম**—ভীত হয়েছিলেন; **তৎ**—তা; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **গোপাঃ**—গোপগণ; **গোপ্যঃ**—এবং

গোপীগণ; **কলেবরম্**—এই প্রকার একটি বিশাল শরীর; **পূর্বম্ তু**—তার পূর্বে; **তৎ-নিঃস্বনিত**—তার ভীষণ শব্দে; **ভিন্ন**—বিদীর্ণ হয়েছিল; **হৃৎ**—হৃদয়; **কর্ণ**—কর্ণ; **মস্তকাঃ**—এবং মস্তক।

অনুবাদ

সেই রাক্ষসীর মুখ লাঙ্গলের অগ্রভাগের মতো তীক্ষ্ণ দন্তবিশিষ্ট ছিল, নাসারন্ধ্র পর্বতের গুহার মতো গভীর, স্তনদ্বয় পর্বত শিখরচ্যুত প্রস্তরখণ্ডের মতো বিশাল এবং কেশরাশি বিক্ষিপ্ত ও তাম্রবর্ণ ছিল। তার অক্ষিকোটর অন্ধকূপের মতো গভীর, জঘনদ্বয় নদীতটের মতো ভীষণ, তার বাহু, উরু ও পদযুগল বিশাল সেতুর মতো এবং উদরটি জলশূন্য হ্রদের মতো ছিল। ইতিমধ্যেই সেই রাক্ষসীর চিৎকারে গোপ এবং গোপীদের হৃদয়, কর্ণ ও মস্তক কম্পিত হয়েছিল। পুনরায় তাঁরা যখন তার ভয়ঙ্কর শরীর দর্শন করেছিলেন, তখন তাঁরা আরও ভীত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৮

বালং চ তস্যা উরসি ক্রীড়ন্তমকুতোভয়ম্ ।
গোপ্যস্ত্বূর্ণং সমভ্যেত্য জগৃহুর্জাতসম্ভ্রমাঃ ॥ ১৮ ॥

বালম্ চ—শিশুটিও; **তস্যাঃ**—তার (পূতনা রাক্ষসীর); **উরসি**—বক্ষঃস্থলে; **ক্রীড়ন্তম্**—ক্রীড়ারত; **অকুতোভয়ম্**—নির্ভয়ে; **গোপ্যঃ**—সমস্ত গোপীগণ; **ত্বূর্ণম্**—তৎক্ষণাৎ; **সমভ্যেত্য**—নিকটে এসে; **জগৃহুঃ**—তুলে নিয়েছিলেন; **জাত-সম্ভ্রমাঃ**—সেই প্রকার স্নেহ এবং শ্রদ্ধা সহকারে।

অনুবাদ

শিশু কৃষ্ণকে নির্ভয়ে পূতনা রাক্ষসীর বক্ষঃস্থলে খেলা করতে দেখে, গোপীরা অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হয়ে মহা আনন্দে তাঁকে তাঁদের কোলে তুলে নিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এটিই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তার প্রকাশ। পূতনা রাক্ষসী যদিও তার যোগশক্তির বলে তার দেহকে বড় অথবা ছোট করতে পারত, কিন্তু তবুও ভগবান তাঁর যে কোন চিন্ময় রূপেই পরম শক্তিমান। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, কারণ

একটি শিশুরূপে অথবা পূর্ণবয়স্ক যুবকরূপে তিনি একই পুরুষ। তাঁকে ধ্যানের দ্বারা অথবা অন্য কোন বাহ্যিক প্রচেষ্টার দ্বারা শক্তিশালী হতে হয় না। তাই মহাশক্তিমতী পূতনা যখন তার দেহ বিস্তার করেছিল, শ্রীকৃষ্ণ তখন সেই ছোট্ট শিশুটিই ছিলেন এবং নির্ভয়ে তিনি সেই রাক্ষসীর বক্ষঃস্থলে খেলা করছিলেন। ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান যে রূপেই নিজেকে প্রকাশ করুন না কেন, সর্ব অবস্থাতেই তিনি পূর্ণ শক্তি এবং ঐশ্বর্য সমন্বিত। তাঁর শক্তি সর্বদাই পূর্ণ। *পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে*। তিনি যে কোন অবস্থাতেই তাঁর সমস্ত শক্তি প্রদর্শন করতে পারেন।

শ্লোক ১৯

যশোদারোহিণীভ্যাং তাঃ সমং বালস্য সর্বতঃ ।
রক্ষাং বিদধিরে সম্যগ্‌গোপুচ্ছভ্রমণাদিভিঃ ॥ ১৯ ॥

যশোদা-রোহিণীভ্যাম্—শিশুটির রক্ষণাবেক্ষণকারিণী মা যশোদা এবং মা রোহিণী সহ; **তাঃ**—অন্য গোপীগণ; **সমম্**—যশোদা এবং রোহিণীর মতো সমান মহত্ত্বপূর্ণ; **বালস্য**—শিশুর; **সর্বতঃ**—সমস্ত বিপদ থেকে; **রক্ষাম্**—রক্ষা; **বিদধিরে**—সম্পাদন করেছিলেন; **সম্যক্**—সর্বতোভাবে; **গো-পুচ্ছ-ভ্রমণ-আদিভিঃ**—গোপুচ্ছ ভ্রমণ প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা।

অনুবাদ

তারপর অন্য গোপীগণ সহ মা যশোদা এবং রোহিণী গোপুচ্ছ ভ্রমণ প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা সমস্ত বিঘ্ন থেকে শিশু শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্‌ভাবে রক্ষা বিধান করেছিলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণ যখন এই মহাবিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন, তখন মা যশোদা ও রোহিণী বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন, এবং অন্যান্য বয়স্কা গোপীরাও তাঁদেরই মতো চিন্তান্বিতা হয়েছিলেন। এখানে আমরা দেখতে পাই যে, গৃহস্থালিতে মহিলারা কেবল গাভীর সহায়তায় শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারতেন। এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, গোপুচ্ছ ভ্রমণ ক্রিয়া দ্বারা কিভাবে শিশুকে সর্বতোভাবে রক্ষা করতে হয়, তা তাঁরা জানতেন। গোরক্ষার ফলে কত সুযোগ-সুবিধা লাভ করা যায়, কিন্তু মানুষেরা সেই বিদ্যা ভুলে গেছে। তাই শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্‌গীতায়* গোরক্ষার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে গুরুত্ব দিয়েছেন (*কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্*)।

বৃন্দাবনের আশেপাশের গ্রামগুলিতে গ্রামবাসীরা এখনও কেবলমাত্র গোরক্ষার দ্বারা সুখে-শান্তিতে জীবন যাপন করে। তারা গোবর শুখিয়ে তা ইন্ধনরূপে ব্যবহার করে। তাদের গৃহে যথেষ্ট পরিমাণ শস্য সঞ্চিত থাকে, এবং গোরক্ষার ফলে তারা তাদের সমস্ত অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ দুধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রাপ্ত হয়। কেবলমাত্র গোরক্ষার দ্বারা গ্রামবাসীরা অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন করে। এমন কি গোবর এবং গোমূত্রেও ঔষধি গুণ রয়েছে।

শ্লোক ২০

গোমূত্রেণ স্নাপয়িত্বা পুনর্গোরজসার্ভকম্ ।
রক্ষাং চক্রুশ্চ শকৃতা দ্বাদশাঙ্গেষু নামভিঃ ॥ ২০ ॥

গো-মূত্রেণ—গোমূত্রের দ্বারা; **স্নাপয়িত্বা**—স্নান করিয়ে; **পুনঃ**—পুনরায়; **গো-রজসা**—গোধূলির দ্বারা; **অর্ভকম্**—শিশুকে; **রক্ষাম্**—রক্ষা; **চক্রুঃ**—সম্পাদন করেছিলেন; **চ**—ও; **শকৃতা**—গোময়ের দ্বারা; **দ্বাদশ-অঙ্গেষু**—দ্বাদশ অঙ্গে (দ্বাদশ তিলক); **নামভিঃ**—ভগবানের নাম অঙ্কন করার দ্বারা।

অনুবাদ

শিশুটিকে গোমূত্র দ্বারা স্নান করিয়ে গোধূলি লিপ্ত করা হয়েছিল। তারপর গোময় দ্বারা ললাট আদি দ্বাদশ অঙ্গে ভগবানের বিভিন্ন নাম লিখে তিলক অঙ্কন করা হয়েছিল। এইভাবে শিশুটির রক্ষা বিধান করা হয়েছিল।

শ্লোক ২১

গোপ্যঃ সংস্পৃষ্টসলিলা অঙ্গেষু করয়োঃ পৃথক্ ।
ন্যস্যাত্মন্যথ বালস্য বীজন্যাসমকুর্বত ॥ ২১ ॥

গোপ্যঃ—গোপীগণ; **সংস্পৃষ্ট-সলিলাঃ**—আচমন করে; **অঙ্গেষু**—তাঁদের দেহে; **করয়োঃ**—তাঁদের দুই হাতে; **পৃথক্**—আলাদাভাবে; **ন্যস্য**—মন্ত্রের অক্ষর স্থাপন করে; **আত্মনি**—তাঁদের নিজেদের অঙ্গে; **অথ**—তারপর; **বালস্য**—শিশুর; **বীজ-ন্যাসম্**—মন্ত্রের ন্যাসবিধি; **অকুর্বত**—সম্পাদন করেছিলেন।

অনুবাদ

গোপীরা প্রথমে আচমনপূর্বক তাঁদের অঙ্গে এবং করদ্বয়ে বীজন্যাস করে, তারপর বালকের অঙ্গেও সেই মন্ত্র প্রয়োগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ন্যাসমন্ত্রে ডান হাতে জল নিয়ে তা পান করে আচমন করা হয়। অঙ্গ শুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন বিষ্ণুমন্ত্র রয়েছে। গোপীগণ, প্রকৃতপক্ষে সমস্ত গৃহস্থেরাই বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে শুদ্ধ হওয়ার বিধি জানতেন। এই বিধিতে গোপীরা সর্বপ্রথমে নিজেদের শুদ্ধ করে তারপর শিশু কৃষ্ণকে শুদ্ধ করেছিলেন। কেবল মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক আচমন করার দ্বারা অঙ্গন্যাস এবং করন্যাস করা হয়। মন্ত্রের প্রথমেই নামের প্রথম অক্ষরের সঙ্গে *অনুস্বার* এবং *নমঃ* শব্দ যুক্ত করা হয়—ওঁ *নমোঽজস্তবাঙ্ঘ্রী অব্যাৎ, মং মনো মণিমাংস্তব জানুনী অব্যাৎ*, ইত্যাদি। ভারতীয় সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলার ফলে, ভারতীয় গৃহস্থরা কিভাবে অঙ্গন্যাস করতে হয় তা ভুলে গিয়ে, কেবল ইন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যস্ত হয়েছে, এবং তার ফলে মানব-সভ্যতার কোন উন্নত জ্ঞান তাদের নেই।

শ্লোক ২২-২৩

অব্যাদজোঽঙ্ঘ্রি মণিমাংস্তব জান্বথোরূ
যজ্ঞোঽচ্যুতঃ কটিতটং জঠরং হয়াস্যঃ ।
হৃৎ কেশবস্ত্বদুর ঈশ ইনস্তু কণ্ঠং
বিষ্ণুর্ভুজং মুখমুরুক্রম ঈশ্বরঃ কম্ ॥ ২২ ॥
চক্র্যগ্রতঃ সহগদো হরিরস্তু পশ্চাৎ
ত্বৎপার্শ্বয়োর্ধনুরসী মধুহাজনশ্চ ।
কোণেষু শঙ্খ উরুগায় উপর্যুপেন্দ্র-
স্তার্ক্ষ্যঃ ক্ষিতৌ হলধরঃ পুরুষঃ সমন্তাৎ ॥ ২৩ ॥

অব্যাৎ—রক্ষা করুন; **অজঃ**—ভগবান অজ; **অঙ্ঘ্রি**—পা; **মণিমান্**—ভগবান মণিমান; **তব**—তোমার; **জানুঃ**—জানুদ্বয়; **অথ**—তারপর; **উরূ**—উরু; **যজ্ঞঃ**—ভগবান যজ্ঞ; **অচ্যুতঃ**—ভগবান অচ্যুত; **কটি-তটম্**—কোমরের উর্ধ্বদেশ; **জঠরম্**—উদর; **হয়াস্যঃ**—ভগবান হয়গ্রীব; **হৃৎ**—হৃদয়; **কেশবঃ**—ভগবান কেশব; **ত্বৎ**—তোমার;

উরঃ—বক্ষ; **ঈশঃ**—পরমেশ্বর ভগবান ঈশ; **ইনঃ**—সূর্যদেবতা; **তু**—কিন্তু; **কণ্ঠম্**—কণ্ঠ; **বিষ্ণুঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **ভুজম্**—বাহুদ্বয়; **মুখম্**—মুখ; **উরুক্রমঃ**—ভগবান উরুক্রম; **ঈশ্বরঃ**—ভগবান ঈশ্বর; **কম্**—মস্তক; **চক্রীঃ**—চক্রধারী; **অগ্রতঃ**—সম্মুখে; **সহ-গদঃ**—গদাধারী; **হরিঃ**—ভগবান হরি; **অস্তু**—থাকুন; **পশ্চাৎ**—পশ্চাদ্ভাগে; **ত্বৎ-পার্শ্বয়োঃ**—উভয় পার্শ্বে; **ধনুঃ-অসী**—ধনুক এবং অসিধারী; **মধু-হা**—মধু অসুরের হত্যাকারী; **অজনঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **চ**—এবং; **কোণেষু**—কোণে; **শঙ্খঃ**—শঙ্খধারী; **উরুগায়ঃ**—পূজিত; **উপরি**—উপরিভাগে; **উপেন্দ্রঃ**—ভগবান উপেন্দ্র; **তার্ক্ষ্যঃ**—গরুড়; **ক্ষিতৌ**—ভূতলে; **হলধরঃ**—ভগবান হলধর; **পুরুষঃ**—পরম পুরুষ; **সমন্তাৎ**—চতুর্দিকে।

অনুবাদ

(শ্রীশুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলেছিলেন যে, গোপীরা যথাযথ বিধি অনুসারে এই মন্ত্রের দ্বারা তাঁদের শিশুপুত্র কৃষ্ণকে রক্ষা করেছিলেন।) অজ তোমার পদযুগল রক্ষা করুন, মণিমান জানুদ্বয় রক্ষা করুন, যজ্ঞ উরুদ্বয়, অচ্যুত কটিতট, হয়গ্রীব জঠরদেশ, কেশব হৃদয়, ঈশ বক্ষঃস্থল, সূর্য কণ্ঠদেশ, বিষ্ণু বাহু, উরুক্রম মুখমণ্ডল, ঈশ্বর মস্তক, চক্রী সম্মুখভাগ, গদাধারী শ্রীহরি পশ্চাদ্ভাগ, ধনুর্ধারী মধুরিপু ও অসিধারী অজন তোমার উভয় পার্শ্ব এবং শঙ্খধারী উরুগায় কোণসমূহে, উপেন্দ্র উপরিভাগে, গরুড় ভূতলে এবং হলধর পুরুষ চতুর্দিকে তোমাকে রক্ষা করুন।

তাৎপর্য

আধুনিক সভ্যতার মাপকাঠিতে যারা খুব একটা উন্নত নয়, সেই কৃষকদের গৃহের রমণীরাও গোময় এবং গোমূত্রের সাহায্যে কিভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করে শিশুকে রক্ষা করতে হয়, তা জানতেন। মহাবিপদ থেকে মহতী সুরক্ষা প্রদান করার এটি একটি সরল এবং ব্যবহারিক পন্থা ছিল। কি করে তা করতে হয় মানুষের জানা কর্তব্য, কারণ এটি বৈদিক সভ্যতার একটি অঙ্গ।

শ্লোক ২৪

ইন্দ্রিয়াণি হৃষীকেশঃ প্রাণান্ নারায়ণোঽবতু ।
শ্বেতদ্বীপপতিশ্চিত্তং মনো যোগেশ্বরোঽবতু ॥ ২৪ ॥

ইন্দ্রিয়াণি—সমস্ত ইন্দ্রিয়; **হৃষীকেশঃ**—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর হৃষীকেশ; **প্রাণান্**—সর্বপ্রকার প্রাণবায়ুর, **নারায়ণঃ**—ভগবান নারায়ণ; **অবতু**—রক্ষা করুন; **শ্বেতদ্বীপ-পতিঃ**—শ্বেতদ্বীপের অধিপতি শ্রীবিষ্ণু; **চিত্তম্**—হৃদয়; **মনঃ**—মন; **যোগেশ্বরঃ**—ভগবান যোগেশ্বর; **অবতু**—রক্ষা করুন।

অনুবাদ

হৃষীকেশ তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয় রক্ষা করুন, নারায়ণ তোমার প্রাণ রক্ষা করুন, শ্বেতদ্বীপ অধিপতি তোমার হৃদয় রক্ষা করুন এবং ভগবান যোগেশ্বর তোমার মনকে রক্ষা করুন।

শ্লোক ২৫-২৬

পৃশ্নিগর্ভস্তু তে বুদ্ধিমাত্মানং ভগবান্ পরঃ ।
ক্রীড়ন্তং পাতু গোবিন্দঃ শয়ানং পাতু মাধবঃ ॥ ২৫ ॥
ব্রজন্তমব্যাদ্ বৈকুণ্ঠ আসীনং ত্বাং শ্রিয়ঃ পতিঃ ।
ভুঞ্জানং যজ্ঞভুক্ পাতু সর্বগ্রহভয়ঙ্করঃ ॥ ২৬ ॥

পৃশ্নিগর্ভঃ—ভগবান পৃশ্নিগর্ভ; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **তে**—তোমার; **বুদ্ধিম্**—বুদ্ধি; **আত্মানম্**—তোমার আত্মাকে; **ভগবান্**—ভগবান; **পরঃ**—চিন্ময়; **ক্রীড়ন্তম্**—খেলা করার সময়; **পাতু**—রক্ষা করুন; **গোবিন্দঃ**—ভগবান গোবিন্দ; **শয়ানম্**—শয়ন করার সময়; **পাতু**—রক্ষা করুন; **মাধবঃ**—ভগবান মাধব; **ব্রজন্তম্**—চলার সময়; **অব্যাৎ**—রক্ষা করুন; **বৈকুণ্ঠঃ**—ভগবান বৈকুণ্ঠ; **আসীনম্**—উপবেশন করার সময়; **ত্বাম্**—তোমাকে; **শ্রিয়ঃ পতিঃ**—লক্ষ্মীপতি নারায়ণ (রক্ষা করুন); **ভুঞ্জানম্**—জীবন উপভোগ করার সময়; **যজ্ঞভুক্**—যজ্ঞভুক; **পাতু**—রক্ষা করুন; **সর্বগ্রহ-ভয়ঙ্করঃ**—সমস্ত দুষ্টগ্রহের ভয় উৎপাদনকারী।

অনুবাদ

পৃশ্নিগর্ভ তোমার বুদ্ধি রক্ষা করুন এবং পরমেশ্বর তোমার আত্মাকে রক্ষা করুন। খেলা করার সময় গোবিন্দ তোমাকে রক্ষা করুন এবং শয়নকালে মাধব তোমাকে রক্ষা করুন। গমনকালে বৈকুণ্ঠ তোমাকে রক্ষা করুন, এবং উপবেশনকালে লক্ষ্মীপতি নারায়ণ তোমাকে রক্ষা করুন। তেমনই, সমস্ত দুষ্টগ্রহের ভয়ঙ্কর শত্রু যজ্ঞভুক তোমার উপভোগের সময় সর্বদা তোমাকে রক্ষা করুন।

শ্লোক ২৭-২৯

ডাকিন্যো যাতুধান্যশ্চ কুষ্মাণ্ডা যেঽর্ভকগ্রহাঃ ।
ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ যক্ষরক্ষোবিনায়কাঃ ॥ ২৭ ॥
কোটরা রেবতী জ্যেষ্ঠা পূতনা মাতৃকাদয়ঃ ।
উন্মাদা যে হ্যপস্মারা দেহপ্রাণেন্দ্রিয়দ্রুহঃ ॥ ২৮ ॥
স্বপ্নদৃষ্টা মহোৎপাতা বৃদ্ধা বালগ্রহাশ্চ যে ।
সর্বে নশ্যন্তু তে বিষ্ণোর্নামগ্রহণভীরবঃ ॥ ২৯ ॥

ডাকিন্যঃ যাতুধান্যঃ চ কুষ্মাণ্ডাঃ—ডাকিনী, যাতুধানী এবং কুষ্মাণ্ড; **যে**—যারা; **অর্ভক-গ্রহাঃ**—শিশুদের পক্ষে অশুভ গ্রহের মতো; **ভূত**—ভূত; **প্রেত**—প্রেত; **পিশাচঃ**—পিশাচ; **চ**—ও; **যক্ষ**—যক্ষ; **রক্ষঃ**—রাক্ষস; **বিনায়কাঃ**—বিনায়ক; **কোটরা**—কোটরা; **রেবতী**—রেবতী; **জ্যেষ্ঠা**—জ্যেষ্ঠা; **পূতনা**—পূতনা; **মাতৃকা-আদয়ঃ**—মাতৃকা প্রভৃতি দুষ্টা রমণী; **উন্মাদাঃ**—উন্মত্ততা সৃষ্টিকারী; **যে**—অন্য যারা; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অপস্মারাঃ**—স্মৃতি বিনাশকারী; **দেহ-প্রাণ-ইন্দ্রিয়**—দেহ, প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়ের; **দ্রুহঃ**—কষ্ট প্রদানকারী; **স্বপ্ন-দৃষ্টাঃ**—দুঃস্বপ্ন সৃষ্টিকারী প্রেতাত্মা; **মহা-উৎপাতাঃ**—মহা উৎপাত সৃষ্টিকারী; **বৃদ্ধাঃ**—অভিজ্ঞ; **বাল-গ্রহাঃ চ**—এবং যারা শিশুদের আক্রমণ করে; **যে**—যে; **সর্বে**—তারা সকলে; **নশ্যন্তু**—বিনষ্ট হোক; **তে**—তারা; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **নাম-গ্রহণ**—নাম গ্রহণের ফলে; **ভীরবঃ**—ভীত হয়।

অনুবাদ

ডাকিনী, যাতুধানী ও কুষ্মাণ্ড নামক দুষ্ট ডাইনীরা শিশুদের সব চাইতে বড় শত্রু। আর ভূত, প্রেত, পিশাচ, যক্ষ, রাক্ষস, বিনায়ক, কোটরা, রেবতী, জ্যেষ্ঠা, পূতনা, মাতৃকা আদি প্রেতাত্মারা বিস্মৃতি, উন্মাদনা এবং দুঃস্বপ্ন উৎপাদন করে দেহ, প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়কে সর্বদা কষ্ট দেয়। বৃদ্ধগ্রহের মতো তারা মহা উৎপাত সৃষ্টি করে, বিশেষ করে শিশুদের, কিন্তু শ্রীবিষ্ণুর নাম উচ্চারণের ফলে তাদের বিনাশ করা যায়, কারণ ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নাম ধ্বনিত হলেই তারা সকলে ভীত হয়ে দূরে পালিয়ে যায়।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসংহিতায় (৫/৩৩) উল্লেখ করা হয়েছে—

অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপ-
মাদ্যং পুরাণপুরুষং নবযৌবনঞ্চ ।
বেদেষু দুর্লভমদুর্লভমাত্মভক্তৌ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"আমি আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি, যিনি অদ্বৈত, অচ্যুত এবং অনাদি। তিনি বহুরূপে নিজেকে বিস্তার করলেও তিনি আদিপুরুষ, এবং যদিও তিনি সব চাইতে প্রবীণ, তবুও তিনি নবযৌবন সমন্বিত। ভগবানের এই নিত্য, আনন্দময় এবং জ্ঞানময় রূপ বেদের পাণ্ডিত্যের দ্বারা জানা যায় না, কিন্তু তাঁর শুদ্ধ ভক্তের কাছে তিনি আপনা থেকেই প্রকাশিত হন।"

আমরা যখন শরীরে তিলক অঙ্কন করি, তখন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর বারোটি নাম উচ্চারণের দ্বারা আমরা দেহকে সুরক্ষা প্রদান করি। যদিও গোবিন্দ অথবা শ্রীবিষ্ণু এক, তবুও তাঁর বিভিন্ন নাম এবং রূপ রয়েছে, যার দ্বারা তিনি ভিন্ন ভিন্ন কার্য করেন। কিন্তু কেউ যদি একসঙ্গে সব কটি নাম স্মরণ করতে না পারেন, তা হলে তিনি কেবল 'শ্রীবিষ্ণু, শ্রীবিষ্ণু, শ্রীবিষ্ণু' উচ্চারণ করে সর্বদা ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করতে পারেন। *বিষ্ণোরারাধনং পরম্*—এটিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা। কেউ যদি সর্বদা বিষ্ণুকে স্মরণ করতে পারেন, তা হলে তিনি বহু দুষ্টগ্রহের দ্বারা আক্রান্ত হলেও নিঃসন্দেহে সুরক্ষিত থাকবেন। *আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, *ঔষধি চিন্তয়েৎ বিষ্ণুম্*—এমন কি ঔষধ গ্রহণ করার সময়েও শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করা উচিত। কারণ ঔষধই সব কিছু নয়, শ্রীবিষ্ণুই হচ্ছেন প্রকৃত রক্ষক। এই জড় জগৎ বিপদে পূর্ণ (*পদং পদং যদ্‌বিপদাম্*)। তাই বৈষ্ণব হয়ে নিরন্তর বিষ্ণুকে স্মরণ করা উচিত। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের ফলে তা অত্যন্ত সহজে সম্পাদন করা যায়। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন—*কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ, পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনম্* এবং *কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ*।

শ্লোক ৩০

শ্রীশুক উবাচ

ইতি প্রণয়বদ্ধাভির্গোপীভিঃ কৃতরক্ষণম্ ।
পায়য়িত্বা স্তনং মাতা সংন্যবেশয়দাত্মজম্ ॥ ৩০ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **প্রণয়-বদ্ধাভিঃ**—মাতৃস্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ; **গোপীভিঃ**—মা যশোদা আদি বয়স্কা গোপীগণ; **কৃত-রক্ষণম্**—শিশুটিকে রক্ষা করার সমস্ত উপায় গ্রহণ করা হয়েছিল; **পায়য়িত্বা**—এবং তারপর শিশুটিকে পান করিয়ে; **স্তনম্**—স্তন; **মাতা**—মা যশোদা; **সংন্যবেশয়ৎ**—শয্যায় শয়ন করিয়েছিলেন; **আত্মজম্**—তাঁর পুত্রটিকে।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—মা যশোদা আদি গোপীরা মাতৃস্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। এইভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করে শিশুটির রক্ষাক্রিয়া সম্পাদন করে, মা যশোদা তাঁকে স্তন্যপান করিয়েছিলেন এবং তারপর তাঁকে শয্যায় শয়ন করিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শিশু যখন মায়ের স্তন্যপান করে, তখন সেটি সুস্বাস্থ্যের একটি শুভ লক্ষণ। গোপীরা কেবল শ্রীকৃষ্ণের রক্ষামন্ত্র উচ্চারণ করেই সন্তুষ্ট হননি; শিশুটির স্বাস্থ্য সুস্থ কি না তাও তাঁরা পরীক্ষা করেছিলেন। শিশুটি যখন মাতৃস্তন্য পান করেছিল, তখন সকলেই আশ্বস্ত হয়েছিলেন যে, তার স্বাস্থ্য এখন সুস্থ রয়েছে। এইভাবে গোপীরা যখন পূর্ণরূপে আশ্বস্ত হয়েছিলেন, তখন তাঁরা শিশুটিকে শয্যায় শয়ন করিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩১

তাবন্নন্দাদয়ো গোপা মথুরায়া ব্রজং গতাঃ ।
বিলোক্য পূতনাদেহং বভূবুরতিবিস্মিতাঃ ॥ ৩১ ॥

তাবৎ—ইতিমধ্যে; **নন্দ-আদয়ঃ**—নন্দ মহারাজ প্রমুখ; **গোপাঃ**—সমস্ত গোপেরা; **মথুরায়াঃ**—মথুরা থেকে; **ব্রজম্**—বৃন্দাবনে; **গতাঃ**—ফিরে এসেছিলেন; **বিলোক্য**—যখন তাঁরা দেখেছিলেন; **পূতনা-দেহম্**—পূতনার বিশাল মৃত শরীর পড়ে রয়েছে; **বভূবুঃ**—হয়েছিলেন; **অতি**—অত্যন্ত; **বিস্মিতাঃ**—বিস্ময়ান্বিত।

অনুবাদ

ইতিমধ্যে নন্দ মহারাজ আদি সমস্ত গোপেরা মথুরা থেকে ব্রজে ফিরে এসে, পূতনার বিশাল মৃত শরীর পড়ে রয়েছে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

নন্দ মহারাজের বিস্ময়ের কারণ বিভিন্নভাবে বোঝা যেতে পারে। প্রথমে, গোপেরা পূর্বে কখনও বৃন্দাবনে এই রকম বিশাল একটি শরীর দর্শন করেননি, এবং তাই তাঁরা বিস্ময়ান্বিত হয়েছিলেন। তারপর তাঁরা বিবেচনা করতে শুরু করেছিলেন, এই শরীরটি এল কোথা থেকে। তা কি আকাশ থেকে পড়েছিল, না কি ভুল করে অথবা কোন যোগিনীর মায়াশক্তির প্রভাবে তাঁরা অন্য কোন স্থানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁরা ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারেননি কি হয়েছিল এবং তাই তাঁরা বিস্ময়ান্বিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩২

নূনং বতর্ষিঃ সঞ্জাতো যোগেশো বা সমাস সঃ ।
স এব দৃষ্টো হ্যুৎপাতো যদাহানকদুন্দুভিঃ ॥ ৩২ ॥

নূনম্—নিশ্চিতভাবে; **বত**—হে বন্ধুগণ; **ঋষিঃ**—মহান ঋষি; **সঞ্জাতঃ**—হয়েছেন; **যোগ-ঈশঃ**—যোগশক্তির ঈশ্বর; **বা**—অথবা; **সমাস**—হয়েছেন; **সঃ**—তিনি (বসুদেব); **সঃ**—তা; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **দৃষ্টঃ**—আমরা দেখেছি; **হি**—কারণ; **উৎপাতঃ**—উৎপাত; **যৎ**—যা; **আহ**—ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল; **আনকদুন্দুভিঃ**—আনকদুন্দুভি (বসুদেবের আর এক নাম)।

অনুবাদ

নন্দ মহারাজ এবং অন্য গোপেরা তখন বলেছিলেন—হে বন্ধুগণ! আনকদুন্দুভি বা বসুদেব নিশ্চয়ই একজন মহান ঋষি অথবা যোগেশ্বর হয়েছেন। তা না হলে তাঁর পক্ষে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হল কি করে?

তাৎপর্য

এই শ্লোকে ক্ষত্রিয় এবং সরল বৈশ্যদের পার্থক্য নিরূপিত হয়েছে। রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে বসুদেব বুঝতে পেরেছিলেন কি হবে, কিন্তু গোপরাজ নন্দ অনুমান করেছিলেন যে, বসুদেব নিশ্চয়ই একজন মহর্ষি এবং তিনি যোগসিদ্ধি লাভ করেছেন। বাস্তবিক পক্ষে বসুদেব সমস্ত যোগশক্তি লাভ করেছিলেন; তা না হলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের পিতা হলেন কি করে। কিন্তু তিনি কংসের রাজনৈতিক কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করে পূর্বেই ব্রজের উৎপাতের কথা অনুমান করতে

পেরেছিলেন, এবং তাই তিনি নন্দ মহারাজকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। আর নন্দ মহারাজ মনে করেছিলেন যে, বসুদেব তাঁর যোগশক্তির প্রভাবে নিশ্চয়ই সেই ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। হঠযোগ অনুশীলনের মাধ্যমে যোগশক্তি লাভ করার দ্বারা ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা মানুষ জানতে পারে।

শ্লোক ৩৩

কলেবরং পরশুভিশ্ছিত্ত্বা তত্তে ব্রজৌকসঃ ।
দূরে ক্ষিপ্ত্বাবয়বশো ন্যদহন্ কাষ্ঠবেষ্টিতম্ ॥ ৩৩ ॥

কলেবরম্—পূতনার বিশাল শরীর; **পরশুভিঃ**—কুঠারের দ্বারা; **ছিত্ত্বা**—খণ্ড খণ্ড করে কেটে; **তৎ**—সেই (দেহ); **তে**—তাঁরা; **ব্রজ-ওকসঃ**—ব্রজবাসীগণ; **দূরে**—বহু দূরে; **ক্ষিপ্ত্বা**—নিক্ষেপ করে; **অবয়বশঃ**—দেহের বিভিন্ন অঙ্গ; **ন্য দহন্**—দগ্ধ করেছিলেন; **কাষ্ঠ-বেষ্টিতম্**—কাষ্ঠ বেষ্টিত করে।

অনুবাদ

ব্রজবাসীরা পূতনার দেহ কুঠারের দ্বারা খণ্ড খণ্ড করে কেটে দূরে নিক্ষেপ করেছিলেন, এবং প্রত্যেক অবয়ব পৃথক পৃথকভাবে কাষ্ঠবেষ্টিত করে দগ্ধ করেছিলেন।

তাৎপর্য

সাপকে মারার পর তার দেহ খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেলার প্রথা রয়েছে, কারণ বায়ুর সঙ্গে পারস্পরিক ক্রিয়ার দ্বারা তা পুনর্জীবিত হয়ে উঠতে পারে। সাপকে মেরে ফেলাই যথেষ্ট নয়; মেরে ফেলার পর তা খণ্ড খণ্ড করে কেটে পুড়িয়ে ফেলা কর্তব্য, এবং তা হলে বিপদের অবসান হয়। পূতনা ছিল একটি মহাসর্পের মতো, এবং তাই গোপেরা সেই প্রকার সাবধানতা অবলম্বন করে তার দেহটি ভস্মীভূত করেছিল।

শ্লোক ৩৪

দহ্যমানস্য দেহস্য ধূমশ্চাগুরুসৌরভঃ ।
উত্থিতঃ কৃষ্ণনির্ভুক্তসপদ্যাহতপাপ্মনঃ ॥ ৩৪ ॥

দহ্যমানস্য—যখন দহন করা হচ্ছিল; **দেহস্য**—পূতনার দেহের; **ধূমঃ**—ধোঁয়া; **চ**—এবং; **অগুরু-সৌরভঃ**—অগুরুর মতো পবিত্র সৌরভ সমন্বিত; **উত্থিতঃ**—তার দেহ থেকে উত্থিত হয়েছিল; **কৃষ্ণ-নির্ভুক্ত**—যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ তার স্তন্যপান করেছিলেন; **সপদি**—তৎক্ষণাৎ; **আহত-পাপ্মনঃ**—তার জড় দেহ চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল অথবা সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছিল ।

অনুবাদ

যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ পূতনা রাক্ষসীকে বধ করার সময় তার স্তন্যপান করেছিলেন, তাই সে সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিল। তার সমস্ত পাপ আপনা থেকেই বিধৌত হয়েছিল, এবং তাই যখন তার বিশাল শরীর দহন করা হচ্ছিল, তখন তা থেকে অগুরুর মতো সুগন্ধযুক্ত ধূম উত্থিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রভাব এমনই। যদি কেউ কোন না কোনভাবে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলি ভগবানের সেবায় যুক্ত করার দ্বারা কৃষ্ণভাবনাময় হন, তা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন। *শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণ-কীর্তনঃ* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/১৭)। শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিলাসের কথা শ্রবণের ফলে শুদ্ধ জীবনের শুরু হয়। *পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ*—কেবল শ্রবণ এবং কীর্তনের ফলে মানুষ পবিত্র হয়। তাই ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার সময় *শ্রবণ-কীর্তন* সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ। তারপর, শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবানের সেবা শুরু হয় (*হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনম্*)। *ভক্তিরুচ্যতে*—একে বলা হয় ভক্তি। পূতনা যখন কোন না কোনভাবে, প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে, ভগবানকে তার স্তন্যপান করিয়ে ভগবানের সেবা করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিল, তৎক্ষণাৎ সে এতই পবিত্র হয়েছিল যে, যখন তার অত্যন্ত জঘন্য জড় দেহটি দহন করা হচ্ছিল, তখন তা থেকে অতি পবিত্র অগুরুর সৌরভ উত্থিত হয়েছিল।

শ্লোক ৩৫-৩৬

পূতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা ।
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদ্গতিম্ ॥ ৩৫ ॥
কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা কৃষ্ণায় পরমাত্মনে ।
যচ্ছন্ প্রিয়তমং কিং নু রক্তাস্তস্মাতরো যথা ॥ ৩৬ ॥

পূতনা—পূতনা রাক্ষসী; **লোক-বালঘ্নী**—যে নরশিশুদের হত্যা করত; **রাক্ষসী**—রাক্ষসী; **রুধির-অশনা**—রক্তপায়িনী; **জিঘাংসয়া**—(কৃষ্ণের প্রতি হিংসা পরায়ণ হয়ে এবং কংসের আদেশে) কৃষ্ণকে হত্যা করার বাসনায়; **অপি**—সত্ত্বেও; **হরয়ে**—ভগবানকে; **স্তনম্**—তার স্তন; **দত্ত্বা**—দান করে; **আপ**—প্রাপ্ত হয়েছিল; **সৎ-গতিম্**—সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্ময় গতি; **কিম্**—কি বলার আছে; **পুনঃ**—পুনরায়; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা সহকারে; **ভক্ত্যা**—ভক্তিপূর্বক; **কৃষ্ণায়**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **পরমাত্মনে**—পরম পুরুষকে; **যচ্ছন্**—নিবেদন করে; **প্রিয়তমম্**—প্রিয়তম; **কিম্**—কিছু; **নু**—বস্তুতপক্ষে; **রক্তাঃ**—যাদের প্রবণতা রয়েছে; **তৎ-মাতরঃ**—কৃষ্ণের স্নেহময়ী মাতা; **যথা**—ঠিক যেমন।

অনুবাদ

রক্তপায়িনী শিশুঘাতিনী রাক্ষসী পূতনা শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করতে এসেছিল; কিন্তু যেহেতু সে ভগবানকে তার স্তন্যদান করেছিল, তাই সে সদ্‌গতি লাভ করেছিল। আর যাঁরা স্বাভাবিক বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে মাতৃবৎ স্নেহে কৃষ্ণকে তাঁদের স্তন্যদান করেন অথবা প্রিয় বস্তু প্রদান করেন, তাঁদের আর কি কথা?

তাৎপর্য

কৃষ্ণের প্রতি পূতনার কোন স্নেহ ছিল না; পক্ষান্তরে, সে হিংসাবশত কৃষ্ণকে হত্যা করতে এসেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও অজ্ঞাতসারে কৃষ্ণকে স্তন্যদান করার ফলে সে পরম গতি প্রাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু কৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্য প্রেমে আসক্ত ভক্তরা সর্বদা নিষ্ঠা সহকারে কৃষ্ণকে প্রিয় বস্তু প্রদান করেন। স্নেহ ও প্রীতি সহকারে মাতা তার শিশু সন্তানকে কোন কিছু নিবেদন করেন; সেখানে ঈর্ষার কোন প্রশ্ন ওঠে না। অতএব এখানে আমরা একটি তুলনামূলক বিচার করতে পারি। বিদ্বেষ ভাবপরায়ণ হয়ে ঈর্ষাপূর্বক কৃষ্ণকে স্তন্যদান করার ফলে পূতনা যদি এই প্রকার পরম গতি লাভ করে থাকে, তা হলে প্রবল বাৎসল্য স্নেহে কৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সব কিছু নিবেদন করে মা যশোদা এবং অন্যান্য গোপীরা যে কৃষ্ণের সেবা করেন, তাঁদের আর কি কথা? গোপীরা স্বাভাবিকভাবেই পরম সিদ্ধিলাভ করেছেন। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বাৎসল্য প্রেমে অথবা মাধুর্য প্রেমে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপীদের যে প্রেম, তাকে জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি বলে বর্ণনা করেছেন (*রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা*)।

শ্লোক ৩৭-৩৮

পদ্ভ্যাং ভক্তহৃদিস্থাভ্যাং বন্দ্যাভ্যাং লোকবন্দিতৈঃ ।
অঙ্গং যস্যাঃ সমাক্রম্য ভগবানপি তৎস্তনম্ ॥ ৩৭ ॥
যাতুধান্যপি সা স্বর্গমবাপ জননীগতিম্ ।
কৃষ্ণভুক্তস্তনক্ষীরাঃ কিমু গাবোঽনুমাতরঃ ॥ ৩৮ ॥

পদ্ভ্যাম্—দুই চরণ-কমলের দ্বারা; **ভক্ত-হৃদি-স্থাভ্যাম্**—শুদ্ধ ভক্তের হৃদয়ে সর্বদা বিরাজমান; **বন্দ্যাভ্যাম্**—সর্বদা যাঁর বন্দনা করা উচিত; **লোক-বন্দিতৈঃ**—ত্রিভুবনবাসীদের দ্বারা বন্দিত ব্রহ্মা শিব আদির দ্বারা; **অঙ্গম্**—দেহ; **যস্যাঃ**—যার (পূতনার); **সমাক্রম্য**—আলিঙ্গন করে; **ভগবান্**—ভগবান; **অপি**—ও; **তৎ-স্তনম্**—সেই স্তন; **যাতুধানী অপি**—যদিও সে ছিল বালঘাতিনী রাক্ষসী (যে শিশুদের এবং কৃষ্ণকেও বধ করার চেষ্টা করেছিল); **সা**—সে; **স্বর্গম্**—চিন্ময় ধাম; **অবাপ**—প্রাপ্ত হয়েছিল; **জননী-গতিম্**—মাতৃপদ; **কৃষ্ণ-ভুক্ত-স্তন-ক্ষীরাঃ**—কৃষ্ণ যাদের স্তনক্ষীর পান করেছেন; **কিম্ উ**—কি আর বলার আছে; **গাবঃ**—গাভীগণ; **অনুমাতরঃ**—ঠিক মায়ের মতো (যাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের স্তন্যপান করিয়েছেন)।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের হৃদয়ে বিরাজ করেন, তিনি সর্বদা ব্রহ্মা, শিব আদি জগৎপূজ্য ব্যক্তিদের দ্বারা বন্দিত। শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু পূতনার দেহ আলিঙ্গন করে মহাসুখে তার স্তন্যপান করেছিলেন, তাই মহারাক্ষসী হলেও পূতনা চিৎ-জগতে মাতৃসদৃশ পদ লাভ করে পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিল। তা হলে মহাসুখে শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত গাভীদের স্তনক্ষীর পান করেছিলেন এবং মাতৃবৎ স্নেহে যাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের দুগ্ধ প্রদান করেছিলেন, তাঁদের আর কি কথা?

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে, জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে, যেভাবেই ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করা হোক না কেন, তা কখনও ব্যর্থ হয় না। পূতনা ভক্ত ছিল না, সে ছিল এক রাক্ষসী এবং কংসের নির্দেশে সে কৃষ্ণকে হত্যা করতে এসেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও, সে যখন প্রথমে এক অতি সুন্দরী রমণীর রূপ ধারণ করে ঠিক একজন স্নেহময়ী জননীর মতো কৃষ্ণের কাছে এসেছিল, তখন মা যশোদা এবং রোহিণী তাকে একটুও সন্দেহ করেননি। ভগবান

এই সব বিবেচনা করেছিলেন, এবং তার ফলে সে আপনা থেকেই মা যশোদার মতো মাতৃপদ লাভ করেছিল। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিশ্লেষণ করেছেন যে, এই স্থিতিতে সে অনেক ভূমিকা অবলম্বন করতে পারে। পূতনা তৎক্ষণাৎ বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত হয়েছিল, যা কখনও কখনও স্বর্গ বলে বর্ণনা করা হয়। এই শ্লোকে যে স্বর্গের উল্লেখ করা হয়েছে, তা এই জড় জগতের স্বর্গলোক নয়, তা হচ্ছে চিৎ-জগৎ। বৈকুণ্ঠলোকে পূতনা ধাত্রীর (*ধাত্র্যুচিতম্*) পদ প্রাপ্ত হয়েছিল, যে কথা উদ্ধব বর্ণনা করেছেন। গোলোক বৃন্দাবনে মা যশোদাকে সাহায্য করার জন্য পূতনা ধাত্রী এবং দাসীর পদ প্রাপ্ত হয়েছিল।

শ্লোক ৩৯-৪০

পয়াংসি যাসামপিবৎ পুত্রস্নেহস্নুতান্যলম্ ।
ভগবান্ দেবকীপুত্রঃ কৈবল্যাদ্যখিলপ্রদঃ ॥ ৩৯ ॥
তাসামবিরতং কৃষ্ণে কুর্বতীনাং সুতেক্ষণম্ ।
ন পুনঃ কল্পতে রাজন্ সংসারোঽজ্ঞানসম্ভবঃ ॥ ৪০ ॥

পয়াংসি—(দেহনিঃসৃত) দুগ্ধ; **যাসাম্**—যাঁদের; **অপিবৎ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পান করেছিলেন; **পুত্র-স্নেহ-স্নুতানি**—গোপীদের দেহনিঃসৃত দুগ্ধ, যা মাতৃবৎ স্নেহের ফলে নিঃসৃত হয়েছিল, কৃত্রিমভাবে নয়; **অলম্**—যথেষ্ট; **ভগবান্**—ভগবান; **দেবকী-পুত্রঃ**—যিনি দেবকীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন; **কৈবল্য-আদি**—মুক্তি বা ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়া; **অখিল-প্রদঃ**—এই প্রকার সমস্ত বরদাতা; **তাসাম্**—তাঁদের (সমস্ত গোপীদের); **অবিরতম্**—নিরন্তর; **কৃষ্ণে**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; **কুর্বতীনাম্**—করে; **সুত-ঈক্ষণম্**—মা যে দৃষ্টিতে তার সন্তানকে দর্শন করেন; **ন**—কখনই না; **পুনঃ**—পুনরায়; **কল্পতে**—কল্পনা করা যায়; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **সংসারঃ**—জন্ম-মৃত্যু বা জড় জগতের বন্ধন; **অজ্ঞান-সম্ভবঃ**—সুখী হওয়ার বাসনায় মূর্খ ব্যক্তিরা অজ্ঞানতাবশত যা অঙ্গীকার করে।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মুক্তি (কৈবল্য) অথবা ব্রহ্মসাযুজ্য আদি বহু বর প্রদাতা। সেই ভগবানের প্রতি গোপীরা সর্বদা মাতৃবৎ স্নেহ অনুভব করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ তৃপ্তি সহকারে তাঁদের স্তন পান করেন। তাই তাঁদের মাতা-পুত্রের সম্পর্কের

কারণে, গোপীরা নানা প্রকার পারিবারিক কার্যকলাপে ব্যস্ত থাকলেও, কখনও মনে করা উচিত নয় যে, তাঁরা তাঁদের দেহ ত্যাগের পর পুনরায় এই জগতে ফিরে আসবেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনামৃতের সুফল এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। কৃষ্ণভাবনামৃত ক্রমশ দিব্য পদে উন্নীত করে। মানুষ কৃষ্ণকে পরম পুরুষ, পরম ঈশ্বর, পরম সখা, পরম পুত্র অথবা পরম প্রেমিক বলে মনে করতে পারেন। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এই সমস্ত দিব্য সম্পর্কের যে কোন একটিতে সম্পর্কিত হন, তা হলে বুঝতে হবে যে, তাঁর সংসার-বন্ধন সমাপ্ত হয়ে গেছে। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) প্রতিপন্ন হয়েছে, *ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি*—এই প্রকার ভক্তরা নিশ্চিত-ভাবে ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন। *ন পুনঃ কল্পতে রাজন্ সংসারোঽজ্ঞানসম্ভবঃ*। এই শ্লোকেও দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, যাঁরা নিরন্তর কোন বিশেষ সম্পর্কের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করেন, তাঁদের আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হবে না। এই জড় সংসারেও সেই একই রকম সম্পর্ক রয়েছে। মানুষ মনে করে, "এই আমার পুত্র", "এই আমার পত্নী", "এই আমার প্রেমিক", "এই আমার বন্ধু।" কিন্তু এই সমস্ত সম্পর্কগুলি অনিত্য এবং মায়িক। *অজ্ঞানসম্ভবঃ*—এই প্রকার চেতনা অজ্ঞান থেকে উদ্ভূত হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্কে যখন এই সম্বন্ধ জাগরিত হয়, তখন মানুষের আধ্যাত্মিক জীবন পুনর্জাগরিত হয়, এবং তখন সে নিশ্চিতভাবে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। গোপীরা যদিও ছিলেন মা যশোদা এবং রোহিণীর সখী, তাঁরা সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীকৃষ্ণের মা না হলেও তাঁকে তাঁরা তাঁদের স্তন পান করাতেন এবং তার ফলে তাঁরা সকলেই মা যশোদা এবং রোহিণীর মতো ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের মাতা, ধাত্রী ইত্যাদি হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। *সংসার* শব্দে দেহ, গৃহ, পতি, পত্নী, সন্তান আদি বোঝায়, কিন্তু গোপী এবং অন্যান্য বৃন্দাবনবাসীদের নিজেদের পতি এবং গৃহের প্রতি সেই প্রকার স্নেহ থাকলেও তাঁদের সমস্ত আসক্তির কেন্দ্রবিন্দু ছিল শ্রীকৃষ্ণ, এবং তাই তাঁরা যে পরবর্তী জীবনে গোলোক বৃন্দাবনে উন্নীত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে চিন্ময় আনন্দে নিত্য সম্পর্কযুক্ত হবেন, সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ছিল না। এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে দিব্য পদ প্রাপ্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সরলতম পন্থা বর্ণনা করে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন—*কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার*। সমস্ত পাপকর্ম পরিত্যাগ করে শ্রীকৃষ্ণের পরিবারভুক্ত হওয়াই ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সরলতম পন্থা। তা হলে মানুষের মুক্তি নিশ্চিত।

শ্লোক ৪১

কটধূমস্য সৌরভ্যমবঘ্রায় ব্রজৌকসঃ ।
কিমিদং কুত এবেতি বদন্তো ব্রজমাযযুঃ ॥ ৪১ ॥

কট-ধূমস্য—পূতনার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ দহনের ফলে উৎপন্ন ধূমের; **সৌরভ্যম্**—সৌরভ; **অবঘ্রায়**—আঘ্রাণ করে; **ব্রজ-ওকসঃ**—দূরগত ব্রজবাসীগণ; **কিম্ ইদম্**—এই সৌরভ কি প্রকার; **কুতঃ**—কোথা থেকে আসছে; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **ইতি**—এইভাবে; **বদন্তঃ**—বলে; **ব্রজম্**—নন্দ মহারাজের স্থান ব্রজভূমিতে; **আযযুঃ**—আগত।

অনুবাদ

পূতনার দেহ দহনের ফলে নির্গত ধূমের সৌরভ আঘ্রাণ করে দূরগত ব্রজবাসীরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "এই সৌরভ আসছে কোথা থেকে? " এইভাবে বলতে বলতে তাঁরা পূতনার দেহ যেখানে দহন করা হচ্ছিল, সেখানে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

মৃতদেহ দহনের সময় চিতার ধূম সাধারণত অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয়। তাই এই অদ্ভুত সৌরভ আঘ্রাণ করে ব্রজবাসীরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪২

তে তত্র বর্ণিতং গোপৈঃ পূতনাগমনাদিকম্ ।
শ্রুত্বা তন্নিধনং স্বস্তি শিশোশ্চাসন্ সুবিস্মিতাঃ ॥ ৪২ ॥

তে—সেখানে আগত ব্যক্তিরা; **তত্র**—সেখানে (ব্রজে); **বর্ণিতম্**—বর্ণিত; **গোপৈঃ**—গোপগণের দ্বারা; **পূতনা-আগমন-আদিকম্**—কিভাবে পূতনা সেখানে এসে উৎপাত সৃষ্টি করেছিল সেই বিষয়ে; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **তৎ-নিধনম্**—এবং কিভাবে পূতনার মৃত্যু হয়েছিল; **স্বস্তি**—মঙ্গল; **শিশোঃ**—শিশুর; **চ**—এবং; **আসন্**—নিবেদন করেছিলেন; **সুবিস্মিতাঃ**—আশ্চর্যান্বিত হয়ে।

অনুবাদ

দূরাগত ব্রজবাসীরা যখন পূতনার আগমন বৃত্তান্ত এবং কৃষ্ণ কর্তৃক তার নিহত হওয়ার বর্ণনা শ্রবণ করেছিলেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে শিশুটিকে

আশীর্বাদ করেছিলেন। বসুদেব সেই ঘটনার কথা পূর্বেই অবগত হয়েছিলেন বলে, নন্দ মহারাজ বসুদেবের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা অনুভব করে তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৩

নন্দঃ স্বপুত্রমাদায় প্রেত্যাগতমুদারধীঃ ।
মূর্ধ্ন্যুপাঘ্রায় পরমাং মুদং লেভে কুরূদ্বহ ॥ ৪৩ ॥

নন্দঃ—নন্দ মহারাজ; **স্ব-পুত্রম্ আদায়**—তাঁর পুত্র কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে; **প্রেত্য-আগতম্**—মৃত্যুমুখ থেকে পুনরাগত (কেউই কল্পনা করতে পারেনি যে, এই বিপদ থেকে শিশুটি রক্ষা পেতে পারে); **উদার-ধীঃ**—উদার এবং সরল; **মূর্ধ্নি**—কৃষ্ণের মস্তক; **উপাঘ্রায়**—আঘ্রাণ করে; **পরমাম্**—পরম; **মুদম্**—আনন্দ; **লেভে**—লাভ করেছিলেন; **কুরু-উদ্বহ**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ।

অনুবাদ

হে কুরুশ্রেষ্ঠ মহারাজ পরীক্ষিৎ! নন্দ মহারাজ ছিলেন অত্যন্ত উদার এবং সরল। তিনি মৃত্যুমুখ থেকে প্রত্যাগত তাঁর পুত্র কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে তাঁর মস্তক আঘ্রাণ করে পরম আনন্দ লাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

নন্দ মহারাজ বুঝতে পারেননি কিভাবে তাঁর গৃহবাসীরা পূতনাকে গৃহে প্রবেশ করতে দিয়েছিলেন, এবং তিনি সেই পরিস্থিতির গুরুত্ব কল্পনাও করতে পারেননি। তিনি বুঝতে পারেননি যে, শ্রীকৃষ্ণ পূতনাকে বধ করতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর সেই লীলা যোগমায়ার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নন্দ মহারাজ কেবল মনে করেছিলেন যে, কেউ তাঁর গৃহে প্রবেশ করে উৎপাত সৃষ্টি করেছিল। এটিই ছিল নন্দ মহারাজের সরলতা।

শ্লোক ৪৪

য এতৎ পূতনামোক্ষং কৃষ্ণস্যার্ভকমদ্ভুতম্ ।
শৃণুয়াচ্ছ্রদ্ধয়া মর্ত্যো গোবিন্দে লভতে রতিম্ ॥ ৪৪ ॥

যঃ—যে ব্যক্তি; **এতৎ**—এই; **পূতনা-মোক্ষম্**—পূতনার মুক্তি; **কৃষ্ণস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **আর্ভকম্**—শৈশবলীলা; **অদ্ভুতম্**—আশ্চর্যজনক; **শৃণুয়াৎ**—শ্রবণ করেন; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে; **মর্ত্যঃ**—এই জড় জগতের যে কোন ব্যক্তি; **গোবিন্দে**—আদিপুরুষ ভগবান গোবিন্দের প্রতি; **লভতে**—লাভ করেন; **রতিম্**—আসক্তি।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে পূতনা মোক্ষণরূপ শ্রীকৃষ্ণের এই অদ্ভুত শৈশবলীলা শ্রবণ করেন, তিনি আদিপুরুষ ভগবান শ্রীগোবিন্দের প্রতি পরম আসক্তি লাভ করেন।

তাৎপর্য

এই ঘটনায়, রাক্ষসী শিশুটিকে হত্যা করতে গিয়ে নিজেই নিহত হয়েছিল, তা অবশ্যই অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। তাই এই শ্লোকে অদ্ভুতম্ শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বিষয়ে অনেক অদ্ভুত ঘটনা আমাদের জন্য রেখে গেছেন। *লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ* নামক গ্রন্থে বর্ণিত এই সমস্ত ঘটনা পাঠ করেই কেবল এই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ক্রমশ আদিপুরুষ গোবিন্দের প্রতি আসক্তি এবং ভক্তি লাভ করা যায়।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'পূতনা বধ' নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য সমাপ্ত।